

বাংলা

(আবশ্যিক)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণাঙ্ক : 300

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে পড়ুন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিস্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

**Please read each of the following instructions carefully
before attempting questions**

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

1. নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে 600 শব্দে প্রবন্ধ রচনা করুন :

- প্রযুক্তির অত্যধিক প্রয়োগের কারণে সৃষ্ট বিপদ
- ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের শক্তি
- নোটবন্দি (Demonetization) ফলে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় দীর্ঘকালীন লাভ
- আয়ুর্বেদ পদ্ধতির প্রতি পাশ্চাত্যের দেশগুলির আকর্ষণ

2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগপূর্বক পড়ুন এবং যে-সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন :

12×5=60

মস্তিস্কের শ্রেষ্ঠ খাদ্য হল গ্রছ। একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তব্য হল, মানবজাতির যা কিছু ভাবনা, কাজকর্ম বা প্রাপ্তি, তার সব কিছুই গ্রছে সংরক্ষিত আছে। মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিকাশের মূলে আছে গ্রছ। গ্রছের গুরুত্ব ও মূল্য অপারিসীম। গ্রছ মানুষের মনকে উদ্ভাসিত-উজ্জ্বলিত করে। ভালো গ্রছ মানুষকে পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে নিয়ে যায়, মানুষের সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলি জাগ্রত করে তাকে পথভ্রষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের পথপ্রদর্শক হয়। আমাদের হৃদয় ও মস্তিস্কে গ্রছের স্থায়ী প্রভাব পড়ে এবং গ্রছ প্রেরণাদায়ক হয়ে থাকে।

মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রেও গ্রছ মানুষের সেবাসাধন করে থাকে। মনোরঞ্জনের তাৎপর্য এখানে কেবল হাসি-ঠাট্টা নয়, বরং তার তাৎপর্য অনেক গভীর। যে গ্রছ পাঠকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং তাদের হৃদয়কে অধিকার করে নেয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বিনোদনমূলক গ্রছ। যে সব গ্রছ পাঠককে যত গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা দেয়, সে গ্রছ ততই আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। সে অর্থে লঘুসাহিত্যের গুরুত্বও কম নয়। এমন সাহিত্য মানুষের মনের কঠিন চাপকেও অনেকখানি কম করে এবং তার স্তিমিত মনকে আনন্দদায়ক করে তোলে।

ভালো গ্রছ মানুষকে জ্ঞান এবং মনোরঞ্জন দেয়। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা আর আইনের গ্রছাদি মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটায়। এগুলি পাঠ করে মানুষের নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির অনুভূতি জাগে। সত্যি কথা এই যে, গ্রছ আমাদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। গ্রছ আমাদের কত নব-নব ক্ষেত্রের এবং কত বোধাতীত রহস্যের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায়, সেই সঙ্গে চিন্তন ও মননের জন্যও আমাদের বাধ্য করে। গ্রছ মানুষের দ্বিধা দূর করে মনে দৃঢ় সংকল্প জাগায়। গান্ধীজি ‘গীতা’কে মায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ প্রত্যেক কঠিন পরিস্থিতিতে এই গ্রছ তাঁকে পথ দেখিয়েছে। গ্রছ এমনই পথপ্রদর্শক যে শাস্তি দেয় না, ক্রোধ করে না, প্রতিদানে কিছু চায়ও না, কিন্তু সেই সঙ্গে সে নিজের অমৃতত্ব প্রদানে কোনো কার্পণ্য করে না।

গ্রছ মানুষকে প্রকৃত সুখ, আনন্দ ও শান্তি দিয়ে থাকে। গ্রছপ্রেমী সর্বাধিক সুখী, আশীর্বাদধন্য মানুষ। তারা জীবনে কখনও শূন্যতা অনুভব করে না। গ্রছের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায়।

বিচারমূলক তর্কযুদ্ধে গ্রছই একমাত্র অস্ত্র। গ্রছে নিহিত মতবিচার সম্পূর্ণ সমাজের পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে। বর্তমানের বিশ্ব হল ভাবনামূলক বিশ্ব। সমাজের সমস্ত পরিবর্তন বা বিপ্লবের উৎস হল আদর্শ বিচারধারা। শ্রেষ্ঠ গ্রছ সমাজে নবচেতনার সঞ্চার করে এবং সমাজে জনজাগৃতি জাগাতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। গ্রছ পাঠের ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আসে উদারতা ও ব্যাপকতা এবং তাদের মনে উদাত্ত ভাবনাও সঞ্চারিত হয়।

গ্রছ সেই অমর সম্পদ যা বিগত প্রজন্মের অনুভবকে যথার্থরূপে আগামী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। গ্রছের অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। সংক্ষেপে গ্রছের গুরুত্ব বা মূল্য অপারিসীম।

প্রশ্নাবলী :

- গ্রছের মূল্য অপারিসীম কেন বলা হয়েছে?
- ‘মনোরঞ্জনের গভীরতা’ সম্পর্কে লেখকের অভিপ্রায় কী, লিখুন।

(c) গ্রহ আমাদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক কেন?

(d) গান্ধীজি 'গীতা'কে মায়ের সমতুল্য বলে কেন মনে করতেন?

(e) গ্রহ সমাজে কীভাবে নবচেতনার সঞ্চার করে?

3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের শীর্ষক দেবার প্রয়োজন নেই : 60

সংসারে সফলতা লাভ করার গুরুত্বপূর্ণ সাধন হল কঠিন পরিশ্রম। শ্রমের মাধ্যমেই আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারি। এই সংসার কর্মক্ষেত্র। সুতরাং কর্মই আমাদের সকলের ধর্ম। যে কোনো কাজে আমরা তখনই সফলতা পাব যখন আমরা পরিশ্রম করব।

কঠিন পরিশ্রমই জীবনে গতির সঞ্চার করে। যদি আমরা শ্রমকে উপেক্ষা করি তাহলে আমাদের জীবনের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। অকর্মণ্যতা আমাদের এমন ঘিরে ধরবে যে তার থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু পরিশ্রমী ব্যক্তির সবরকম কষ্টসাধ্য পরিস্থিতিতে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় এবং চতুর্দিকেই বা সর্বত্র তারা সফলতা প্রাপ্ত হয়। তারা ভাগ্যের সাহায্য নেয় না, বরং নিরন্তর পুরুষার্থ সাধন করে। যত্নশীল হলেও যদি পরিশ্রমী ব্যক্তি সাফল্য লাভ না করে তাহলেও সে নিরাশ হয় না। সে তখন তার অসফল হবার কারণ জানার জন্য সচেষ্টিত হয় অর্থাৎ নিজের অপূর্ণতা বা ত্রুটি দূর করার জন্য চেষ্টা করে, যাতে সে সফল হতে পারে।

এ সংসারে প্রতি পদে আমাদের সংগ্রাম করে নিজের রাস্তা নিজেই তৈরী করতে হয়। আমরা যতই শক্তিশালী ও সম্পন্ন হই না কেন, যদি আমরা পরিশ্রম না করতে চাই, তাহলে কেবলমাত্র সম্পন্নতা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে না। সংসারে যত মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁদের আশাতীত সাফল্যের মূলে ছিল শ্রম ও শক্তির যোগদান।

আমাদের সমাজে বহু লোক নিয়তিবাদী বা ভাগ্যবাদী। এরূপ ব্যক্তি সমাজ-প্রগতির বাধক। আজ পর্যন্ত কোনো ভাগ্যবাদী মানুষ সংসারে কোনো মহান কর্ম করেনি। বড়-বড় আবিষ্কার, উদ্ভাবন বা নির্মাণ পরিশ্রমের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আমাদের সংগতি আর প্রতিভা আমাদের কেবল প্রেরণা দেয়, আমাদের পথপ্রদর্শন করে, কিন্তু পরিশ্রমের মাধ্যমেই আমরা লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।

শ্রম করলে যশ এবং বৈভব—উভয়েরই প্রাপ্তি ঘটে। যখন আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করার জন্য শ্রম করি তখন আমাদের মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয়। অন্তঃকরণের সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় আর পরম সন্তোষের অনুভূতি ঘটে। পরিশ্রমী ব্যক্তির কাছে কোনো কর্মকাণ্ডই গুরুত্বপূর্ণ নয়, নিজের কর্তব্য পথে চলাই তার সাধনা। যখন কোনো কৃষক সারাদিন প্রথর রৌদ্রে নিজের ক্ষেতে পরিশ্রম করে আর সন্ধ্যাকালে নিজের কুঁড়েঘরে আনন্দে মগ্ন হয়ে লোকগীত গায়, তখন তার সুরতরঙ্গে যেন দিব্যসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শারীরিক শ্রমের কারণে মানুষের সন্তোষ লাভ তো হয়ই, তার শরীরও সুস্থ থাকে। আজকাল শারীরিক শ্রমের অভাবেই মানুষ নানান রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শারীরিক শ্রম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই আবশ্যিক। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে শারীরিক শ্রম যাঁরা করেন, তাঁরা দীর্ঘজীবী হন। কথিত আছে, সুস্থ শরীরেই সুস্থ মস্তিষ্কের বাস। গুরুগম্ভীর বিষয়কেও সে সহজেই গ্রহণ করে নেয়। বিরূপ পরিস্থিতিতে সে বিচলিত হয় না বরং সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়। সে যে কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে পারে। মানসিক শ্রমের মহত্ব বুঝেই আমাদের ঋষিরা চিন্তনে লীন থেকে ধ্যান করতেন এবং জনহিতের জন্য বিচারশীল থাকতেন।

শ্রমের একটি বিশিষ্ট অর্থও আছে; যে অর্থে শ্রম উৎপাদক আবার অনুৎপাদকও। কৃষক কঠিন পরিশ্রম করে চাষ করে, এটি উৎপাদক শ্রেণিতে আসবে। খেলাধুলা বা ব্যায়াম করায় যে শ্রম হয় তাকে অনুৎপাদক শ্রম বলা যায়, যদিও এই শ্রমের নিজস্ব মহত্ব আছে। গান্ধীজির বক্তব্য ছিল যে, যখন শ্রমই করতে হবে তখন উৎপাদক শ্রমই করব না কেন? তথাপি গান্ধীজি সর্বপ্রকার শ্রমের আনন্দ অনুভব করতেন।

যে দেশের জনতা পরিশ্রমী, সে দেশই উন্নতি করে। জাপান আর জার্মানী বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর বিভীষিকা সহ্য করেও পুনরায় নিজেদের নির্মাণ করে নিয়েছে, সেখানকার জনতার কঠিন শ্রমই এর কারণ।

উপসংহারে একথাই বলা যেতে পারে যে শ্রমেই জীবনের সুখ এবং সৃজনের মূলও শ্রমই।

4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন :

সুপ্রসিদ্ধ স্বতন্ত্রতা সেনানী রাজর্ষি পুরুষোত্তমদাস টন্ডন ১৯১৯ সালে এলাহাবাদ নগরপালিকার অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। এটি তাঁর জন্য কঠিন পরীক্ষাঙ্কল ছিল, কারণ পৌরপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি তো তিনি ছিলেন, কিন্তু তখন ইংরেজদের এমন ক্ষমতার আশ্চর্যজনক বা চাপ ছিল যে, সাধারণ ভারতীয়ের পক্ষে তাদের মধ্যে থেকে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কার্যভার গ্রহণ করেই টন্ডনজি দেখলেন যে সেনানিবাসের (cantonment) ইংরেজ সৈনিকরা জল ব্যবহার করলেও জলকর দেয় না। তিনি সেনানিবাসের অফিসে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন যে, যদি তারা এক মাসের মধ্যে জলকর জমা না দেয় তাহলে তাদের জল সরবরাহ করা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এই বিজ্ঞপ্তির ফলে সেনানিবাসে, পুরো শহরে এবং পৌরপ্রতিষ্ঠানেও প্রবল আলোড়ন জাগল। স্থানীয় খবরের কাগজও টন্ডনজির এই বিজ্ঞপ্তি বা আদেশকে গুরুত্ব দিয়ে ছাপল। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেনানিবাসে জল সরবরাহের শেষ দিন কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ সৈনিক পৌরপ্রতিষ্ঠানে এসে উপস্থিত হল এবং তাদের মধ্যে একজন বরিষ্ঠ সেনা আধিকারিক টন্ডনজিকে বলল, আপনি সেনানিবাসের জল সরবরাহ বন্ধ করতে পারেন না। টন্ডনজি খুব শান্তভাবে জানালেন, যদি আজ কর জমা না করা হয় তাহলে কাল থেকে সেখানে জলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সেনা আধিকারিক রাগে চিৎকার-চোঁচামেচি করতে থাকল কিন্তু টন্ডনজি অবিচলিত থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সব পদস্থ সৈনিকরা সেখান থেকে চলে গেল। পৌরপ্রতিষ্ঠানে হৈ-হৈ পড়ে গেল। টন্ডনজির স্বৈর্য ও দৃঢ়তা দেখে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন।

পরের দিন সেনানিবাসের ইংরেজ অফিসাররা জলকর জমা করে দেয়।

5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন :

In ancient times in most civilized countries, for example in Egypt, Iraq, India, China and in the Roman Empire, many great irrigation works were constructed. In very hot countries, water is even carried in underground channels to prevent it from being evaporated by the sun's heat. In modern times, great dams have been built across rivers and these are used for more than one purpose, hence they are called multipurpose undertakings. Firstly, such dams help to prevent floods, by controlling the amount of water which rushes down a river in the rainy season. This also prevents an enormous amount of damage and loss to farmers. Secondly, by storing up great quantities of water in the artificial lakes behind the dams, irrigation can be provided for many acres of land in the dry season, so that crops can be grown where none would have grown before. Thirdly, the people in the towns and cities in the neighbourhood can be certain of getting a sufficient supply of water for drinking and other purposes, even in the driest weather. Fourthly, the water stored up behind the dams is made to generate electric power by letting it run through turbines.

6. (a) বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন :

2×5=10

- (i) অগ্রজ
- (ii) অবনত
- (iii) উগ্র
- (iv) কুলীন
- (v) গৃহীত

(b) বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করুন :

2×5=10

(i) অকস্মাৎ

(ii) আদেশ

(iii) গ্রহণ

(iv) স্তম্ভিত

(v) সুরভি

(c) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন :

2×5=10

(i) কই মাছের প্রাণ

(ii) তীরের কাক

(iii) অকূল পাথার

(iv) গজকচ্ছপ লড়াই

(v) হরিঘোষের গোয়াল

(d) প্রতিটি শব্দের একটি করে প্রতিশব্দ লিখুন :

2×5=10

(i) তরঙ্গ

(ii) আত্মজ

(iii) ব্যোম

(iv) পদ্ম

(v) মাকড়সা

★ ★ ★

